2012.5.30

জাপানে বসবাসরত সকল বিদেশী নাগরিকের জ্ঞাতার্থে

বাংলা （ベンガル語）

৯ জুলাই ২০১২ থেকে শুরু করেঃ

নতুন একটি বসবাস ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া চালু হওয়ার মধ্যে দিয়ে ভিন্ন একটি রেসিডেন্ট কার্ড প্রদান শুরু হবে। বর্তমানে প্রচলিত বহিরাগত নথিবন্ধন ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

রেসিডেন্ট কার্ড প্রদান

●কাদের বেলায় এটা প্রযোজ্যঃ জাপানে অবস্থানরত যেসব ব্যক্তি তিন মাসের বেশী সময়ের জন্য জাপানে থাকার বসবাস অনুমতি পেয়েছেন তাদেরকে এই রেসিডেন্ট কার্ড দেয়া হবে।

・সাময়িক ভ্রমনের আনুমতি লাভকারী কিংবা কূটনৈতিক অথবা সরকারি মর্যাদাভোগকারী ব্যক্তিদের রেসিডেন্ট কার্ড দেয়া হবেনা।

・বিশেষ স্থায়ী বসবাসকারীদের বেলায় রেসিডেন্ট কার্ডের পরিবর্তে বিশেষ স্থায়ী বসবাসকারীর সনদ দেয়া হবে।

●যেসব তথ্য এতে সংযুক্ত থাকবেঃ ব্যক্তির ছবি (শুধুমাত্র মুখাবয়ব) ছাড়াও নাম, জাতীয়তা/অঞ্চল, জন্ম তারিখ, লিঙ্গ, বসবাস অনুমতির অবস্থান, অনুমতির সময়সীমা এবং কাজ করার অনুমতিপত্র বা ওয়ার্ক পারমিট সংক্রান্ত বিবরনের উল্লেখ রেসিডেন্ট কার্ডে সংযুক্ত থাকবে।

● বৈধকালীন সময়ঃ

	ষোল বছর কিংবা বেশী বয়সীদের বেলায়	ষোল বছরের কম বয়সীদের বেলায়
স্থায়ী বসবাসকারীদের বেলায়	প্রদান তারিখ থেকে সাত বছর পর্যন্ত	বয়স ষোল বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত
স্থায়ী বসবাসকারী যারা নন তাদের বেলায়	বসবাস আনুমতির সময়সীমার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত	ষোল বছর বয়স পূর্ণ হওয়া কিংবা অনুমতির সময়সীমার মেয়াদের মধ্যে যেটা আগে প্রযোজ্য

●কার্ড প্রদানের স্থানঃ

・আঞ্চলিক আভিবাসন কার্যালয়ঃ ২০১২ সালের ৯ জুলাই থেকে শুরু করে নারিতা, হানেদা, চুবু ও কানসাই বিমানবন্দর দিয়ে দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদী সময়ের জন্য বসবাস অনুমতি নিয়ে জাপানে যারা প্রবেশ করবেন, বিমান বন্দরে এই কার্ড তাদেরকে দেয়া হবে। তবে অন্যান্য প্রবেশ ও নির্গমন পথ দিয়ে জাপানে আগতদের বেলায় প্রবেশের পর পৌর কার্যালয়ে বসবাসের যে ঠিকানার উল্লেখ তারা করবেন, সাধারন রেজিষ্ট্রি ডাকে সেই ঠিকানায় তাদের কার্ড পাঠিয়ে দেয়া হবে। বিস্তারিত আরও তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে আঞ্চলিক আভিবাসন ব্যুরো, জেলা অভিবাসন কার্যালয় কিংবা শাখা কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

●কোন তারিখের মধ্যে বহিরাগত নথিবন্ধন সনদ রেসিডেন্ট কার্ডে বদল করে নিতে হবে?

・নতুন রেসিডেন্ট কার্ড প্রদানের আগে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বসবাসের ঠিকানা সম্পর্কে অবগত করা কিংবা আঞ্চলিক আভিবাসন কার্যালয়ে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সেরে নেয়ার কাজে বহিরাগত নথিবন্ধন সনদকে রেসিডেন্ট কার্ডের বিকল্প হিসেবে ধরে নেয়া হবে। বহিরাগত নথিবন্ধন সনদ তাৎক্ষনিকভাবে রেসিডেন্ট কার্ডে বদল করে নেয়ার প্রয়োজন নেই।

・বসবাস অনুমতির মেয়াদ বৃদ্ধি কিংবা আন্যান্য ক্ষেত্রে অনুমতি প্রদানকালীন সময়ে আঞ্চলিক অভিবাসন কার্যালয় থেকে নতুন একটি রেসিডেন্ট কার্ড আবেদনকারীকে দেয়া হবে

・ষোল বছর কিংবা বেশী বয়সী স্থায়ী আধিবাসীদের দেরীতে হলে ২০১৫ সালের ৮ই জুলাইয়ের মধ্যে রেসিডেন্ট কার্ডে নথিবন্ধন বদল করে নিতে হবে। অন্যদিকে ষোল বছরের কম বয়সী স্থায়ী আধিবাসীদের বেলায় ২০১৫ সালের ৮ই জুলাই কিংবা বয়স ষোল বছর পূর্ণ হওয়ার জন্ম তারিখের মধ্যে যেটা আগে আসবে সেই তারিখের মধ্যে অবশ্যই রেসিডেন্ট কার্ডে নথিবন্ধন বদল করে নিতে হবে। * লক্ষ্য করুন – যে সব বসবাসকারীকে সুনির্দিষ্ট কর্মকান্ডে নিয়োজিত হওয়ার জন্য চার কিংবা পাঁচ বছরের বসবাস অনুমতি দেয়া হয়েছে, তাদেরকেও ২০১৫ সালের ৮ জুলাইয়ের মধ্যে রেসিডেন্ট কার্ডে নথিবন্ধন বদল করে নিতে হবে। * লক্ষ্য করুন – যে সব বসবাসকারীকে সুনির্দিষ্ট কর্মকান্ডে নিয়োজিত হওয়ার জন্য চার কিংবা পাঁচ বছরের বসবাস অনুমতি দেয়া হয়েছে, তাদেরকেও ২০১৫ সালের ৮ জুলাইয়ের মধ্যে রেসিডেন্ট কার্ডে নথিবন্ধন বদল করে নিতে হবে।

●কোন ক্ষেত্রে এটা আরও বেশী সুবিধাজনক বিবেচিত হবে?

・পাসপোর্ট ও রেসিডেন্ট কার্ড নিয়ে যারা জাপান ত্যাগ করছেন এবং বসবাস অনুমতির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে এক বছরের মধ্যে জাপানে পূণরায় প্রবেশের পরিকল্পনা করছেন, তাদের বেলায় নীতিগতভাবে পূণঃপ্রবেশ বা রি-এন্ট্রি অনুমতির জন্য আবেদনের প্রয়োজন হবেনা। এটাকে বলা হয় বিশেষ রি-এন্ট্রি অনুমতি ব্যবস্থা। তবে বৈধ সময়ের মধ্যে জাপানে পূণঃপ্রবেশে যারা ব্যর্থ হবেন, জাপানে বসবাসের অধিকার তারা হারাবেন। এছাড়া, আরও যে একটি বিষয় লক্ষ্যনীয় তা হল, বিদেশে অবস্থানকালে পূণঃপ্রবেশের সময়সীমা বর্ধিত করা যাবেনা। *লক্ষ্য করুন – বিশেষ স্থায়ী বসবাসকারীদের বেলায় বিশেষ পূণঃপ্রবেশ অনুমতি দু'বছরের মধ্যে যারা জাপানে ফিরে আসার পরিকল্পনা করছেন তাদের বেলায় প্রযোজ্য হবে।

বসবাসের সনদ

যেসব বিদেশী বসবাসকারী রেসিডেন্ট কার্ড কিংবা বিশেষ স্থায়ী বসবাস সনদ লাভে যোগ্য বিবেচিত হবেন, জাপানি নাগরিকদের মত একই রকমের বসবাস সংক্রান্ত সনদ নিজস্ব পৌর কার্যালয় থেকে তারা সংগ্রহ করতে পারবেন।

●যেসব তথ্য এতে থাকবেঃ

বিদেশী বসবাসকারীদের দেয়া বসবাস সংক্রান্ত সনদে নাম, জন্ম তারিখ, লিঙ্গ, ঠিকানা, ও সেই সাথে কেবল বিদেশীদের বেলায় প্রযোজ্য তথ্যাবলী, যেমন, জাতীয়তা/আঞ্চলিকতা, বসবাস সংক্রান্ত অবস্থান, এবং আনুমোদিত সময়সীমার উল্লেখ থাকবে।

●বসবাস সংক্রান্ত সনদের কপি সংগ্রহ করা

বিদেশী নাগরিকরা তাদের বসবাস সংক্রান্ত সনদ কিংবা সনদে উল্লেখ থাকা তথ্যের কপি জাপানি নাগরিকদের মতই স্থানীয় পৌর কার্যালয়ের কাউন্টার থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। *মৌলিক আবাসন নথিবন্ধন ব্যবস্থা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে স্বরাষ্ট্র ও যোগাযোগ মন্ত্রনালয়ের নীচের ইন্টারনেট ওয়েব সাইট লিঙ্ক খুলে দেখুনঃ

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html

নিম্নবর্ণিত অবস্থায় অবগত করা কিংবা আবেদনপত্র জমা দেয়া প্রয়োজন হবেঃ

পরিস্থিতি	কোথায় যেতে হবে
১) নতুন ঠিকানা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহনের বেলায়, কিংবা ঠিকানা বদল হলেঃ নতুন ঠিকানায় উঠে আসা সংক্রান্ত নোটিশ*, ঠিকানা বদল হওয়ার বিষয়ে জানানো*, পৌর এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার নোটিশ** * অনুগ্রহ করে রেসিডেন্ট কার্ড কিংবা বিশেষ স্থায়ী বসবাসের সনদ (অথবা বহিরাগত নথিবন্ধন সনদ) সাথে নিয়ে যাবেন। **ভিন্ন কোন পৌরসভায় ঠিকানা বদল হলে যে পৌর এলাকা আপনি ছেড়ে যাচ্ছেন, আগে থেকে সেখানে জানানোর দরকার হবে।	স্থানীয় পৌর কার্যালয়
২) নাম, জাতীয়তা/ অঞ্চল – এসব কিছু বদল করে নেয়ার সময়।	আঞ্চলিক আভিবাসন কার্যালয়
৩) রেসিডেন্ট কার্ড হারিয়ে গেলে কিংবা ব্যবহার অনুপযোগী অবস্থায় নষ্ট হয়ে গেলে ।	
৪)স্থায়ী বসবাসকারী এবং ষোল বছরের কম বয়সীদের বেলায়ঃ • রেসিডেন্ট কার্ডে উল্লেখিত সময়সীমা উত্তীর্ণ হয়ে গেলে ।	
৫) চাকরির অনুমতি লাভকারি(কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছাড়া), ছাত্র ও প্রশিক্ষনার্থীদের বেলায়ঃ • আপনার সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান, যেমন চাকরিদাতা কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাম কিংবা ঠিকানা বদল করলে, অথবা কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে পড়লে, বা নিয়োগ চুক্তি বাতিল হয়ে গেলে, কিংবা নতুন নিয়োগ চুক্তির অধীনে অন্য কোথাও বদলী হলে।	ব্যক্তিগতভাবে আঞ্চলিক অভিবাশন ব্যুরোর কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে অবগত করার নোটিফিকেশন ফর্ম জমা দিন কিংবা ডাকযোগে টোকিও আঞ্চলিক আভিবাসন ব্যুরোর ঠিকানায় সেটা পাঠিয়ে দিন।
৬। যাদের বসবাস অনুমতির অবস্থান নির্ভরশীল (যেমন স্বামী কিংবা স্ত্রী), সুনির্দিষ্ট পেশা, জাপানী নাগরিকদের স্বামী, স্ত্রী বা স্থায়ী বসবাসকারীদের সন্তানঃ • স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ বা মৃত্যু হলে।	

জাপানি ভাষা ছাড়া অন্যান্য ভাষায় অনুসন্ধানঃ বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে নিচের আফিসগুলোতে যোগাযোগ করুন।

●অভিবাসন তথ্য কেন্দ্র সোমবার থেকে শুক্রবারঃ ৮:৩০ থেকে ১৭:১৫ টেলিফোনঃ ০৫৭০-০১৩৯০৪ (আইপি ফোন, পি এইচ এস, আন্তর্জাতিক কলঃ ০৩-৫৭৯৬-৭১১২)	যেসব ভাষায় সেবা পাওয়া যায়ঃ ইংরেজি, চীনা, কোরীয়, স্প্যানিশ ও পর্তুগিজ
●উপস্থিত পরামর্শ সমর্থন লাভ কেন্দ্র সোমবার থেকে শুক্রবারঃ ৯:০০ থেকে ১৬:০০ বিদেশী বসবাসকারীদের পরামর্শ সমর্থন কেন্দ্র (শিনজুকু): ০৩-৩২০২-৫৫৩৫ সাইতামা তথ্য ও সমর্থন: ০৪৮-৮৩৩-৩২৯৬ হামামাৎসু বহুসংস্কৃতিক কেন্দ্র, উপস্থিত পরামর্শ গ্রহন কর্নার: ০৫৩-৪৫৮-১৫১০ HP: http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html	টেলিফোনে কিংবা ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে অনুসন্ধানের বেলায় জাপানি ছাড়া অন্যান্য ভাষার সেবা সপ্তাহের কোন দিন সেই সেবা প্রদান করা হয় তার উপর নির্ভর করবে। অনুগ্রহ করে ইন্টারনেট ওয়েব পেইজে তা যাচাই করে নিতে ভুলবেন না। শিনজুকু: ইংরেজি, চীনা, স্প্যানিশ, পর্তুগিজ, বাংলা, ভিয়েতনামি, ইন্দোনেশীয় সাইতামা: ইংরেজি, পর্তুগিজ, স্প্যানিশ, চীনা, কোরীয়, তাগালোগ, থাই, ভিয়েতনামি হামামাৎসু: ইংরেজি, পর্তুগিজ, স্প্যানিশ, চীনা, তাগালোগ

অভিবাসন ব্যুরো, বিচার মন্ত্রনালয়: নতুন বসবাস ব্যাবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html

*ইংরেজি, চীনা (সহজ ও প্রথাগত), কোরীয়, স্প্যানিশ, ও পর্তুগিজ ভাষায় তথ্য পাওয়া যায় ।

অনুবাদঃ টোকিও বিদেশী ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়